ভেড়ীর গর্ভফুল আটকে যাওয়া ঃ কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা

সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প

(কম্পোনেন্ট এ, গবেষণা ২য় পর্যায়)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

বাচ্চা প্রসবের পর হরমোনের প্রভাবে ও জরায়ুর মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে সাধারণত ১/২ থেকে ১২ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল পড়ে যায়। মূলত জরায়ুর ক্যারানকল ক্রিপ্ট হতে ফিটাসের কর্টিলেডনের ভিলাই বিচ্যুতির ফলে গর্ভফুল পড়ে যায়। ভেড়ীর ক্ষেত্রে অনেক সময় গর্ভফুল আটকে যায়। বিশেষত ভেড়ীর গর্ভপাত বা প্রসবের সময় বাচ্চা আটকে যাওয়ার পর গর্ভফুল আটকে যায়। যদি বাচ্চা প্রসবের ১২ ঘন্টার পরেও ভেড়ীর গর্ভফুল না পড়ে, তখন এ অবস্থাকে গর্ভফুল আটকে যাওয়া বা রিটেনশন অব প্লাসেন্টা বলে।

কারণতত্ত্ব

- অস্বাভাবিক সংক্ষিপ্ত (গর্ভফুল পূর্ণ হবার ১-২সপ্তাহ পূর্বে অপরিণত বাচ্চা প্রসব) এবং দীর্ঘ গর্ভকাল।
- যমজ বাচ্চা ও জোর পূর্বক বাচ্চা টেনে বের করা। অধিকাংশ গর্ভপাত, মৃত বাচ্চা প্রসব ও প্রসব বিঘ্নে গর্ভফুল আটকে যায়।
- সংক্রমণ জনিত গর্ভফুল প্রদাহ। প্রধানত ব্রুসেলোসিস, ইকোলাই ইনফেকশন, সালমোনেলোসিস, টক্সোপ্লাজমোসিস, ইত্যাদি রোগে গর্ভফুল ও কর্টিলেডনের প্রদাহ হয়ে গর্ভফুল নাও পড়তে পারে।
- ইস্ট্রোজেন হরমোনের অভাব ঘটলে গর্ভফুল পড়ে না।
- জরায়ুর নিষ্ক্রিয়তায় অর্থাৎ জরায়ুর মাংসপেশীর সংকোচন কম হলে বা একেবারেই না থাকলে এমন ক্ষেত্রে ভেড়ীর গর্ভফুল পড়তে দেরি হয় বা আটকে যেতে পারে।
- ঋতুর প্রভাব, পুষ্টির অভাব, অধিক বয়স ইত্যাদি অবস্থায় গর্ভফুলের স্বাভাবিক নির্গমন ব্যাহত হয়।
- সেলেনিয়াম এবং ভিটামিন এ এর অভাবে গর্ভফুল আটকে যায়। এছাড়া ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবেও গর্ভফুল আটকাতে পারে।

লক্ষণ

- গর্ভফুল যোনি মুখে ঝুলে থাকে এবং এ অবস্থায় অনেক সময় ভেড়ীর খাদ্য গ্রহণে অনীহা, দুর্বলতা, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- বেশী দিন গর্ভফুল জরায়ুতে আটকে থাকলে অথবা জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে জরায়ু প্রদাহ ও সেপ্টিসেমিয়ার ফলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়।
- বাচ্চা প্রসবের ১২ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল না পড়লে চিকিৎসার আশ্রয় নেয়া উচিত। নতুবা বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

চিকিৎসা

- ঔষধের মাধ্যমে জরায়ুর গতিশীলতা বৃদ্ধি করে গর্ভফুল আটকে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয়। এক্ষেত্রে অক্সিটোসিন, ইস্ট্রোজেন, আরগট ডেরিভেটিভস, ক্যালসিয়াম সলুশন ও প্রোস্টাগ্লানডিন প্রয়োগ করা যায়।
- অক্সিটোসিন ভেড়ীর জন্য ১-২ মিঃ লিঃ মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হবে। প্রয়োজনে ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা পর পুনরায় ইনজেকশন দেয়া যায়।
- পাশাপাশি ১০ কেজি ওজনের ভেড়ীর জন্য ৪ মিঃ লিঃ ভিটামিন এডিই এবং ২০-৩০ মিঃ লিঃ ক্যালসিয়াম প্রিপারেশন যথাক্রমে মাংসপেশীতে ও চামড়ার নীচে ইনজেকশন দিতে হবে।
- উপর্যুক্ত চিকিৎসায় ফল না পেলে ১০-১৫ কেজি ওজনের ভেড়ীর জন্য আরগোট প্রিপারেশন (মিথারস্পান) ১ মিঃ লিঃ মাংসে দিতে হবে।
- গর্ভফুল পড়ার পর জরায়ুতে এন্টিবায়োটিক সলুশন বা পেশারি প্রয়োগ করতে হয়।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

- বাচ্চা প্রসবের তিন সপ্তাহ পূর্বে ভিটামিন-ই (৬৮০ ইউনিট) এবং পটাসিয়াম মেলিকেট (৫০০ মিঃ গ্রাঃ) ইনজেকশন দিলে সাধারণত গর্ভফুল আটকায় না।
- সময়মত সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা না করা হলে গর্ভফুল আটকানো ভেড়ীর বিভিন্ন জনন অঙ্গের প্রদাহসহ পুঁজ জরায়ু ও ভেড়ী অনুর্বরও হয়।

উপসংহার

ভেড়ার ক্ষেত্রে বেসলাইন ডাটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেখা গেছে , আমাদের দেশে বেশীরভাগ ভেড়া পালনকারীরা ছেড়ে দেয়া পদ্ধতিতে ভেড়া পালন করে, এজন্য ভেড়ী সুষম খাদ্য পায় না। তাই ভেড়ীর ক্ষেত্রে প্রায় গর্ভফুল আটকাতে দেখা যায়। গর্ভফুল যেন আটকে না যায় সেজন্য এর পূর্বশর্তের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গর্ভফুল আটকানো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দূর করা যায়। তাই ভেড়ীকে গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমানে সুষম খাবার দিতে হবে। বাচ্চা প্রসবের সময় জোর পূর্বক বাচ্চা টেনে বের করা যাবে না। সংক্রামক রোগের (যেসব রোগ গর্ভফুল আটকানোর জন্য দায়ী) আক্রমণ হতে ভেড়ীসহ ভেড়ার পালকে রক্ষা করতে হবে এবং খামারে জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এ প্রকার সমস্যায় রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রচনায়ঃ
ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক
ডাঃ সম্পা দাস, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ডাঃ মোঃ হুমায়ুন কবির, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ডাঃ মোহাম্মাদ নূরুজ্জামান মুন্সী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সম্পাদনা ও ডিজাইন ঃ
আমিনুল ইসলাম

বি এল আর আই প্রকাশনা নং- ২৪৯
প্রথম সংস্করণ ঃ ১০০০ কপি
প্রকাশকাল ঃ মে, ২০১৪ খ্রিঃ

প্রকাশনায় ঃ
প্রকল্প পরিচালক, সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ গবেষণা ২য় পর্যায়)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১, ফোন ঃ ৭৭৯১৬৭০-২, ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯১৬৭৫

বি এল আর আই কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত